কাননকথা

THE BAGBAZAR READING LIBRARY
1883.
* CALCUTTA *

নাটক।

—•◦•—

কাশ্যধীতস্মৃতিকাব্যন্যায়াদি শ্রীযোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি

কর্ত্তৃক বিরচিত, প্রকাশিত ও অতিযত্নে সংশোধিত

"রামায়ণাদি পীযূষসিন্ধুমজ্জন তর্পিতাঃ
সন্তঃ ভবন্তি নহিকিং শুক ভাষিত সাদরাঃ"

সিংহপদলাঞ্ছন পুরুষ সিংহ শ্রীমান্ কৈলাস নাথ
দাস মহাশয়ের কল্যাণে

কলিকাতা—সত্যযন্ত্রে

(সিমুলিয়া, ১৬ নং ঘোষের লেন)

শ্রী শ্রীরামচন্দ্র ঘোষের দ্বারায় মুদ্রিত।

১২৮৬ বৈশাখ

মূল্য ৷৹ আনা মাত্র

উপহার পত্র।

রাজকীয় বিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর রাজ
কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু—

আচার্য্য! দুঃখী যেরূপ মাণিক্য পাইলে স্বীয় অভীষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে আমি সেইরূপ এই কাননকথা পাইয়া আপনাকে স্মরণ করিতেছি। আপনার টেলিমেকস পাঠে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল এই জন্য আপনাকে এই গ্রন্থ সমর্পণ করিলাম। সাগরের বনবাস আপনার টেলিমেকস বাঙ্গালার দুটী অমূল্য রত্ন। বাল্মীকির রঘুবীর দ্বৈপায়নের যুধিষ্ঠির যেমন জগতের উপদেষ্টা সত্যপক্ষাশ্রয় ইউলিস তনয় টেলিমেকসও আপনার জগতের শোভন নায়ক; বিপদে অনাহারে বন্দীভাবে প্রাণাত্যয়েও যে টেলিমেকস সত্যরক্ষা করিয়াছিলেন কে তাহার নাম লইতে ইচ্ছা না করে। অতএব দয়াময়! গুরুরা শিষ্যের প্রতি কখন কঠিনহৃদয় হন না সেই জন্য মেণ্টর যেমন টেলিমেকসকে কৃপাকরিয়া ছিলেন আপনিও শিষ্যের প্রতি প্রসন্নহউন। দয়াময়! শিষ্যদত্ত এই পূজাপুষ্প যেন পদকমলাঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়া সুবাস বিতরণ করে।

১৯৩৬ }
বৈশাখ। }

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ শর্ম্মা

করিয়া, পণ্ডিতকে মুর্খবিবেচনা করিয়া জনস্থানবাসী ব্রহ্মঘাতী রাক্ষসদিগের উপমাধারণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়। জনস্থানবাসী ব্রহ্মঘাতী রাক্ষসদিগকে রঘুপতি ইত বিনাশ করিয়াছিলেন, তবে ইহাদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব এই রামের হস্তে হইবেক ভয় নাই। কিন্তু জানিও সকল কৃতবিদ্য আখ্যাধারী রাক্ষসউপমেব নয় কিন্তু কৃতবিদ্য আখ্যাধারীদিগেরমধ্যে কতকগুলি যথার্থ কৃতবিদ্য আছেন যদিচ তাঁহাদের সংখ্যা অল্প॥

প্রথম। তবে মুনির নিকট কোন্ অংশ ভিক্ষা করিব।

দ্বিতীয়। সাগর সীতার বনবাস, মাইকেল রাবণ পুত্র নিধন, মহাত্মা দাশরথিরায রাবণ বধাধি, পণ্ডিত যশোদানন্দন সরকার লক্ষ্মণেরশক্তিশেল ভিক্ষা করিয়া লইযাছেন, এ সকল তবে মুনি আর দিতে পারিতেছেন না। তবে যে অংশে শ্রীরাম পুরবাসীর নিকট বিদায লইযা অরণ্যে গমন করিতেছেন, গুহকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জগৎ কাঁদাইতেছেন, ভরদ্বাজের নিকট প্রণত মস্তক হইতেছেন, চিত্রকুটে বাস করিতেছেন, অত্রি মুনিব চরণ বন্দনা করিতেছেন, এবং বিরাধ বধ করিয়া শরভঙ্গ সুতীক্ষ্নসম্মান করিয়া অগস্ত্যাশ্রমে যাইতেছেন, এস সেই অংশ ভিক্ষা করি।

প্রথম। ভাই কথাটা শুনে একটা সংশয় হইল মুনি যাহাকে যাহাদিয়াছেন তাহা কি আর কাহাকেও দিতে পারেন না?

দ্বিতীয়। না পারিবেন কেন? গুরুর অনুরোধ থাকিলে দত্তধন ও তিনি অপরকে দিতে পারেন॥

প্রথম। তবে এস জগৎগুরু সেই চরাচর মানুষকে ডাকিয়া কাশীবাসী শীতলপ্রসাদকে প্রার্থণা করি।

প্রথম। তবে আর ভয় কি? গুরুবলে মুমুক্ষুরা যখন ভবসাগর পার হয় তখন বাল্মীকি আশ্রম হইতে অবশ্যই রাম নাম লইতে পারিব।

প্রথম। হায়! এ পাপকালে সকল প্রকার লোকের কি কষ্টই হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে হাহাকার কেহ পুত্র শোকে জীর্ণশীর্ণ, কেহ অন্নাভাবে মলিন হইয়াছে, কেহ পতিশোকে চীৎকার করিতেছে, অদৃষ্ট মন্দ হইয়াছে, প্রজাদিগের আর্ত্তনাদ শোকার্ত্তদিগের বিবহ, পরস্পর জাতকলহ, অনাবৃষ্টি, অশস্যশালিনী পৃথ্বী কেবল পাপপুরুষের শাসন প্রকাশ করিতেছে, আর সে মান্ধাতা রাজা নাই? আর সে দিলীপ প্রভাব নাই? আর সে রাম নাই?

দ্বিতীয়। ভাই তোমার এই বর্ত্তমান বর্ণনা শ্রবণ করিয়া রাম যে সময় অযোধ্যা হইতে বিদায় লইতেছেন, সেই সময়ের পুরবাসিদিগের ক্রন্দন আমার স্মৃতিপথে আসিল, বৎসহীনা ধেনুরন্যায় পুরবাসিনীরা রামের পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে, পিতা দশরথ হা রাম বলিয়া মূর্চ্ছিত, হইতেছেন, কৌশল্যা বক্ষস্তাড়ন করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, বশিষ্ট নয়ন বারিতে ধরাষিক্ত করিতেছেন. সুমন্ত্র একবার পুরবাসিদিগের অবস্থা দেখিতে পশ্চাৎ চক্ষুঃদিতেছেন ও একবার রামের কথা শুনিতে অগ্রমুখ হইয়া রথ চালন করিছেন। এই যেন চক্ষে দেখিতেছি পৃথ্বী কম্পিতা সূর্য্য অন্ধকারাচ্ছন্ন জগৎ-শূন্য হইয়াছে।

শ্রীরাম। বৎস! আমি বনে যাইতেছি তোমার উপহার আদর করিলাম এক্ষণে বিদায় লই।

(জাবালির প্রবেশ)

জাবালি। ওরে তুই কে যাচ্ছিস! কোথায় যাচ্চিস (ক্রোধ-ভরে) মুখে উত্তর নাই যে, যদি কপট করিয়া উত্তর না দিস ভস্ম হয়ে যা বেটা।

(ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষুক। আজ্ঞে/আমি জন্মভিক্ষুক একে অন্নক্লেশ তাতে আবার জগদভিরাম রামের বনবাস এই মনঃক্লেশ উভয়েতে কাতর হইয়া জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছি, কথা কহিতে পারিতেছিনা, অতিত্বরায় আমাকে ভস্মকরিয়া দয়াল নাম রক্ষাকরুন ঐ দেখুন রামশোকে কাতর প্রাণীরা অর্দ্ধমৃত হইয়া রাজপথে দুর্ভিক্ষপীড়িতজনগণের ন্যায় বসিয়া রহিয়াছে, অনেকেই জীবন ত্যাগ করিয়াছে।

জাবালি। (স্বগত) এ আবার কিবলে? জগদভিরাম রামের বনবাস! একি আশ্চর্য্য কথা? (স্বগত) না কথাটা জিজ্ঞাসা করি পথেতে কাহাকেও দেখিতেপাইতেছি না, সকলে মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে, (প্রকাশে) বলিওরে ভিক্ষুক! বৃত্তান্তটা কি বিশেষ করিয়া বল দেখি?

ভিক্ষুক। আজ্ঞা শুনিতেছি পরম কৃপানিধান ইক্ষাকু কুলচন্দ্র মনুতুল্য রাজা দশরথ শ্রীরামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া বনপ্রস্থা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এমন সময় পাপিনী কৈকেয়ী বচনবদ্ধ করিয়া অঙ্গীকৃত দুইবর মহারাজকে প্রতিপালন করিতে অনুনয়করিতে

ঋষি। পিতা হইয়া যখন তোমায় বনে দিয়াছেন তখন আর পিতাকে বিশ্বাসকি ? অতএব পিতা আর কিরূপে মান্য ? এই হইতে সকলে পিতাকে পুত্রঘাতী বিশ্বাস করিবে, তোমার বিবাসন দৃষ্টান্ত দিয়া সকলে পিতাকে অবজ্ঞা করিবেক

রাম। দয়াময়! যে ন্যায়শাস্ত্রে সত্য মিথ্যা ভাব, মিথ্যা সত্য ভাব, ধারণ করে যে ন্যায়শাস্ত্রের চরণে প্রণাম।

কিন্তু অভিশাপ রহিল যে ন্যায়াধ্যায়িরা শৃগালযোনি প্রাপ্ত হইবেক।

রাম। সুমন্ত্র রথ চালনা কর! (সুমন্ত্র তথা করোতি)

রাম। সুমন্ত্র। রথ আমাদের চলিতেছে না কেন ? কোন ব্যক্তি আমাদের রথ বেগ সংযত করিল ?

লক্ষ্মণ। আর্য্য রথারূঢ় হইয়া বনবাসে যাইতেছেন বলিয়া কি কেহ সহ্য করিতে পারিল না ?

রাম। নতুবা আমরা পাদচারে গমন করি।

সুমন্ত্র। একটী বনিতা রথচক্রদেশে পতিতা হইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া রথচালন নিষেধ করিতেতেছে। কেমন করে স্ত্রীহত্যা করি ?

রাম। কে উনি স্ত্রীলোক! কেন রথচক্রদেশে ? (রথহইতে আতরণ করিলেন)

বনিতা। আমি অযোধ্যাধাম, হে সর্ব্বগুণধাম, রাঘব আপনার অদর্শনে আমার দশা কি হইবে এইভয়ে! রথচক্রদেশে আত্মবিনাশ করিতে আসিয়াছি।

সুমন্ত্র। রঘুনাথ! আমাদের পশ্চাৎ অনেক নগরবাসী ও দ্বিজ আসিতেছে।

রাম। (প্রজাদিগের দিকে দৃষ্টি করিয়া) ওহে প্রজাবর্গ! তোমারা আর আমারে অনুসরণ করিওনা। প্রাণের ভরত তোমাকে ভারগ্রহণ করিযাছে। প্রাণের ভরত আমার অতিস্নশীল। ভরত রাজ্য করিলে তোমরা কখনই অসুখী হইবে না আমি কখনই সত্যপথত্যাগ করিযা ভবনে গমন কবিব না।

বিপ্রগণ। রাজকুমার তুমি অতিশয় ব্রাহ্মণপ্রিয়বলিয়া ব্রাহ্মণেরা তোমার অনুসরণ করিয়াছে। অগ্নি সমুদায় বিপ্রস্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া তোমার অনুগমন করিতেছে দেখ আমাদেব শারদীয়অভ্রের ন্যায় শুভ্রবাজপেয় যজ্ঞ লক্ষছত্র সকল তোমাব সঙ্গে গমন করিতেছে। তুমি ছত্র পাওনাই বৌদ্রের তাপ লাগিলে আমবা ইহাদ্বারা তোমার ছাযা প্রদান করিব, যাহা অমাদিগের পরমধন সেই বেদ সততই আমাদিগকে জ্ঞানদিতেছেন যখন আমরা তোমায় অনুসবণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি তখন অরণ্য গমনে আমাদের আতঙ্ক নাই। কিন্তু যদি আমাদিগের বাক্য উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মনিরপেক্ষ হও তাহা হইলে বল দেখি ধর্ম্মপক্ষ রক্ষা আর কিরূপ আমরা এই হংসবৎ শুক্লকেশ শোভিত মস্তক অবনিলুণ্ঠিত করিয়া বলিতেছি তুমি বনে যাইওনা, যে সমস্ত দ্বিজ তোমার অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহারা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন তুমি নিবৃত্ত! হইলে তাঁহারা যজ্ঞ সমাধা করিবেক না জগতের

পথের পথিক যে রূপ কুল পাইয়া হৃষ্ট হয় সেই রূপ প্রবাসী জন্মভূমি দেখিয়া পুলকিতকলেবরহন। বারাণসীবাসে যে আনন্দ জন্মভূমি আগমনে তাঁহার সেই আনন্দ হয়।

জনপদ বাসি সকল। দয়াময়! আমরা আপনাকে প্রণাম করি। বিদায় দেন।

রাম। বৎস লক্ষ্মণ! এই শৃঙ্গবেরপুর এইস্থলে আমার প্রাণাধিক গুহক রাজ্যশাসন করিতেছেন। দেখ এই স্থানে ত্রিপথ গামিনী পাপনাশিনী জাহ্নবী কল কল ধ্বনিতে প্রবাহিত হইতেছেন সুরধনীর জল মণির ন্যায় নির্ম্মল শীতল ও পবিত্র উহাতে কিছুমাত্র কল্মস নাই মহর্ষিরা ঐ জলে স্নান ও পান ক্রিয়া করিয়া থাকেন নিকটে উৎকৃষ্ট আশ্রম এবং তটে দেবগণের উদ্যান ও উপবন এইগঙ্গা সুরলোকে সুরতরঙ্গিনী মন্দাকিনী নাম ধারণ করিয়াছেন। হিমালয় সকল ওষধির আকর, সুরধনী হিমালয় দুহিতা বলিয়া রোগনাশক ওষধি গুণপ্রাপ্ত হইয়াছেন এই জন্য পণ্ডিতেরা সুরধুনীকে রোগ ফল পাপনাশিনী নাম দিয়াছেন। জাহ্নবী কোন স্থানে শিলা খণ্ড নিবন্ধন অট্টহাস্য করিতেছেন কোথাও কেন ভাসিতেছে, কোন স্থানে প্রবাহ বেণীর আকার ধারণ করিয়াছে কোথাও বা আবর্ত্ত উঠিতেছে কোনস্থানে হংস সারস চক্রবাক প্রভৃতি জলচরগণের নিনাদে জাহ্নবী যেন কথা কহিতেছে কোথাও বা পদ্মকুমুদ ও কহ্লার প্রভৃতি পুষ্প সকল মন্দাকিনীর কবরীর মুক্তাশোভা

গুহক। বৎস মন্ত্রিগণ! রাম যে আমার পরমসুহৃৎ সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই রাম আমার ধর্ম্মবৎসল দয়া দাক্ষিণ্য পরোপকার প্রভৃতিসদ্গুণ রামের সকলই আছে রামের অনুজগণ ও রামসদৃশ আহা আমরা কি সুখী যে রাম আমাদিগকেও মিতা বলিয়াছেন অচিরাৎ রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব। দেখ মন্ত্রিগণ! আমি এমন রামভক্ত যে সূর্য্যবংশ্য সমস্ত রাজাদিগকে প্রতিদিন তর্পণ করিয়া থাকি সূর্য্যবংশসম্বন্ধীয় কোন লোক আসিলে আমি তাহাদিগকে রাজসম্মান প্রদান করি।

দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ! রক্তকাঞ্চনলাঞ্ছন একখান্ রথ আপনারপুরে আসিয়াছে আপনি যখন কোবিদার-ধ্বজ রথ দেখেন তখনই যে ফল কুসুম চন্দন লইয়া পূজা করিতে যান এই জানিয়া সমাচার দিতে আসিয়াছি মহারাজ! আপনার শুভদিন।

গুহক। মন্ত্রি সকল! দূত রক্তকাঞ্চনলাঞ্ছন রথ দেখিয়া আসিয়াছে বোধ হয় আমার রামামিতা সিংহাসন পাইয়া আমার অযোধ্যায় লইয়া যাইবার জন্য কোবিদারধ্বজরথ পাঠাইয়াছেন। চলচল আমরা রথের পূজা দিগে। মন্ত্রি সকল এমন উদার প্রকৃতি মনুষ্য কি দেখিয়াছ। আমি, চণ্ডাল আমার উপরিত্ত সমধিক স্নেহ চল আমারা রথপূজা করিগে (স্বগত) আহা রামের আমার এইগুণে জগৎ মুগ্ধ। [illegible]ত্রে!

ভৃত্যবর্গ। তোমরা ফল কুসুম চন্দন তুলসীপত্র ভাণ্[illegible]

সলিল আনয়ন কর আমরা স্বদলে কোবিদারধ্বজ রথের পূজাদিগে। সৈন্যসকল তোমরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া কোবিদারধ্বজ রথেব সম্মাননা বর্দ্ধনকর বাদ্যকরগণ তোমবা আনন্দধ্বনিতে বাদ্যোদ্যম কর গায়কগণ তোমরা দিলীপ রঘুপ্রভৃতির চরিত গান কর।

ইঙ্গুদী বৃক্ষমূল রাম লক্ষ্মণ সীতা।

রাম। বৎস লক্ষ্মণ সুশীলে সীতে? গুহকের পুরীতে এত আনন্দধ্বনি কেন? বোধহয় গুহক অন্য কিছু মনে করিয়া আমাদিগকে সম্বৰ্দ্ধনা করিতে আসিতেছে কারণ আমারা নির্ব্বাসিত ভিখারী আমাদের আর কি সম্মাননা আছে।

গুহক। অরে দূত! কোথায় আমার রাম প্রেরিত রথ।

দূত। আজ্ঞা ঐ ইঙ্গুদীবৃক্ষমূলে রক্তকাঞ্চনরথ রহিয়াছে।

গুহক। তাইত আমার জন্মসার্থক কোবিদারধ্বজ রথ এসেছে যেং। নমস্তে (রথের নিকটে যাইয়া) (জটাবল্কল বন্ধনবশত: রামকে চিনিতে না পারায় ভাব দেখাইয়া) সুমন্ত্র যে সুমন্ত্র গুহকের রামামিতাত ভাল আছে! সুমন্ত্র! ভরত শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ জানকী ইঁহারাত কুশলে আছেন! সুমন্ত্র! শীঘ্রবল আমার রামামিতাত ভাল আছে! সুমন্ত্র! বল কেন বিলম্ব করিতেছ! আমাব রামামিতাত ভাল আছে! সুমন্ত্র! কেন তোমার মুখ বিবর্ণ হইল! কেন তোমার সে জ্যোতি নাই? কেনতুমি শবের ন্যায় নিরানন্দ হইয়াছে? কেনতুমি প্রভাত চন্দ্রমারন্যায় জগতে

তুমি অধন্যা, তোমাতে ইহার পর পাপসমাবেশ। করিবে। হায় ত্রেতাযুগ। একপদপাপে এরূপ দারুণ কার্য্য করিলে? হায় সরযু। আর তোমার তীর্থবলা উচিত নয়। হায় দণ্ডকারণ্য। তুমিই ধন্য যে রাম তোমাতে বিচরণ করিবে, হায় দাক্ষিণাত্য। তুমিই কৃতার্থ যে রাম আর্য্যাবর্ত্ত ত্যাগ করিয়া তোমাতে বাস করিবে হায়, কৌশল্যে কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছ। হায় বশিষ্ঠ। প্রাণসমপ্রিয় রামকে নির্ব্বাসন করিয়া কি সুখে সামগান করিতেছ।

হায় সবিতঃ। তোমার বংশ যে চিরস্থায়ী নয় তাহা এই সময় স্থির হইল কেন না তুমি নিত্যধাম লোকাভিরাম রামকে বিবাসন করিয়া জগতে দেখাদিতেছে। হায় ধন-বাস সময় সকলেই মূক হইয়াছিল। যাহা হউক আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যত দিন রাম বনচারী ততদিন আমিও বনচারী অহে ভৃত্যগণ। আমাকে জটাচীর আনিয়া দাও আর আমি রাজা নই। (ক্ষণকাল সস্ত-ব্ধতা নাট্যকরিয়া)

মিত্র রাম কিছু দিন হইল আমার বাম অঙ্গ কেবল নৃত্য করিতেছিল চতুর্দ্দিকে কর্করা মিশ্রিত বায়ু বহিতেচিল গৃধ্রসকল কটোরধ্বনিতে আমার রাজধানীতে পতিত হইতেছিল আমার রাজ্যে ধেনুর গর্ভে ছাগের জন্ম হইতেছিল বিশেষ আজ দুই দিন হইল, দেখিতে-ছিলাম ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প হইতেছে সূর্য্য উত্তাপশূন্য আকাশদেশ উল্কাব্যাপ্ত বায়ু উষ্ণভাবে বহিতেছে বোধ

যেমন প্রাণশূন্যদেহ, মানশূন্যনব, জ্ঞানশূন্যঋষি, দেব শূন্যস্বর্গ, ক্ষমাশূন্যতাপস, তেমনি রামশূন্য গুহক, প্রিয়সুহৃৎ রঘুনন্দন। কি রূপে তোমার আমি এই বিপদবস্থায় পরিত্যাগ করিব? পিতা তোমার বৈরী-হইয়াছেন মাতা তোমার ইষ্টনাশিনী, রাম! তোমায় সহায়শূন্য দেখিয়া আমি কি রূপেত্যাগ করি। বিপৎ কালে তুমি যদি একটা কার্য্য না বুঝিয়াকব তাহাহইলে মিত্রের উচিত তোমাকে পরামর্শ দেয়, সহায়তা করে, অতএব কিরূপে তোমায় আমি বনে দিতে পারি।

রাম। প্রিয় মিত্র গুহক। মিত্রতার কার্য্যই এই, কিন্তু সংসারে আমার যাহা ভুগিতে হইবেক, কে তাহা খণ্ডিবে বল।

গুহক। মিত্র ম্লানমুখে বনে যেতে যদি এতই চেষ্টা তবে এই নিষাদ পুরেই বাসকরনা কেন, কারণ এওত আমার বন।

রাম। দেখ মিত্র! পিতার আদেশ বনফলমূল খাইয়া আমি বনে ভ্রমণ কবি, তবে কি রূপে তোমার সহিত সুখে কালযাপন করিব। মিত্র গুহক! মিত্রের আলযত কখনই বনহইতে পারেনা। তোমার ভবন আর আমার ভবন কি ভিন্ন? আর তোমাকে পাইলে বনবাস আর কি হইল। তোমার আশ্রয়ে কখনই ক্লেশ পাইবনা এবং কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতবনবাসই আমার পালনীয়। আর তুমি আমার রক্ষা চেষ্টা পাইওনা।

গুহক। মিত্র! প্রতিনিধিদ্বারাত সকলকর্ম্মসিদ্ধ হইয়া

পিতাকে সান্ত্বনাকর। মা কৌশল্যা যাহাতে শোক না করেন এমন কর। ভরত আসিলে এই একটী কথা আমার বল, যেন প্রাণের ভরত মায়ের আমার রাম-শোক ঘন ঘন মাতৃসম্বোধন দ্বারা অপনয়ন করে কেন

সুমন্ত্র! তুমি কাদিতেছ, আর আমার কাতর করিওনা। ফল মূল ভোজন করিয়া বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া যদি বাঁচিয়া থাকি তবে আবার দেখাহবে। (স্তম্ভিত)

সুমন্ত্র। যুবরাজ। এই ক্লেশ কি ভাগ্যেছিল। (স্বগত) যে রাম লোকাভিরাম যে রাম সর্ব্বজীবের জীবন তাহার আবার বিবাসন। হায় বিধে! (মুখাবরণ করিয়া ক্রন্দন নাট্য)।

(রামের নৌকারোহন নাট্য)

নৌকাহারোহী রাম। বৎস লক্ষ্মণ! দেখ গুহকপুরীতে ক্রন্দন শব্দ হইতেছে। হায—

(গঙ্গাপার হইয়া)

রাম। মিত্র গুহকের কি প্রেম! জন্মাবচ্ছিন্নে গুহকের প্রেম আমি ভুলিতে পারিব না।

লক্ষ্মণ। আর্য্য গুহক জাতিতে চণ্ডাল, উহার উপর এত স্নেহ কেন?

রাম। বৎস! ভক্তিতে আমি জীবের অধীন হই। গুহক আমার প্রাণাধিক, জানিও ভক্তিশূন্য ব্রাহ্মণ ও আমার অনাদরনীয়।

(ক্ষণ পরে)

বৎস! ক্রমশঃ দিবাবসান হইল। মুনিদিগের রক্তচন্দন

পুত্রহীনা জননী কৌশল্যা আমার কি করিতেছেন।

(ক্রন্দন)

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আপনি জ্বালাশূন্য হুতাশন, হতবেগ সাগরের ন্যায় কেন ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতেছেন? আপনি এরূপ দুঃখ করিবেন না। আপনি দুঃখকরিলে নায়ক শূন্য সেনা, নাবিক শূন্য নৌকার ন্যায় আমরা গতি-হীন হই। দয়াময়! ভূধর অধর হইলে তদ্রাশ্রিত তরু-সকল ও অস্থির হয়।

(নিদ্রানাট্য করিয়া)

রাম। বৎস প্রতাত উপস্থিত। ভগবান্ অর্য্যমা পূর্ব্ব-দিকে প্রকাশ, পাইতেছেন মহতেরা দুঃখিদিগের দুঃখ করেন এইবলিয়া যেন অন্ধকার রাক্ষস তাড়িত জনগণকে অভয়দিবার জন্য ভাস্কর কিরণরূপ অযুত সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল মানস সরোবরে স্নানার্থ গমন করিতেছেন। এস আমরা প্রাতঃকৃত্য করি

(প্রাতঃকৃত নাট্য করিয়া)

(রামাদি চলিতেছেন)

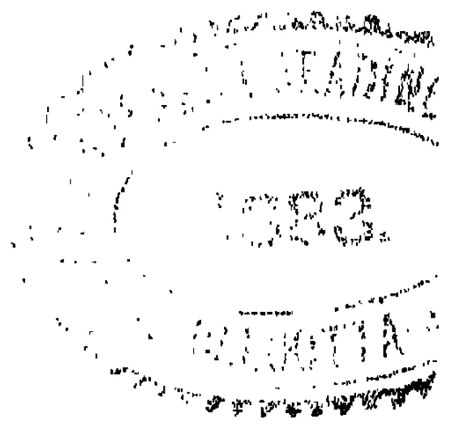

সীতা। আর্য্যপুত্র অরণ্য আর কতদূর! আরযে পারিনা।

রাম! (চকিত কাতরভাবে) অয়ি সুখ সহচরি! তোমার কি অরণ্য ভ্রমণ সমস্ত! আমিত বলেছিলাম জানকি! বনে কুশাঙ্কুর পায়ে বিদ্ধ হয়, ক্লেশের আকর বনে যাই-য়ওনা। লক্ষণ! উপায় কি? বিমাতা কি এই বারেই পুত্রে রাজ্য দান করিলেন!

লেন। দিঙ্মণ্ডল লোহিত বর্ণ হইয়াছে। ঐ অদূরে গঙ্গা যমুনাসঙ্গমাভিমুখে ধূম উত্থিত হইতেছে ঐ স্থানে কোন তাপস বাস করিবেন চল ঐ দিকে যাই।

তৃতীয় অঙ্ক।

(মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম। আশ্রম তরুলতাদি হোম ধূম প্রভৃতি)।

ঋষি। কে এরা দুটী বালক প্রযাগের অভিমুখে আসিতেছে। আমাদিগের ব্যেযধন যে হরি—তিনিত রামরূপে দশরথ গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তবে আবার এজগদানন্দরূপ-ধব যুবাকে ? শিষ্যগণ। দয়াময় ! বোধ করি অশ্বিনী কুমা-রযুগল লোক শিক্ষাব নিমিত্ত বনবাসী হইযাছেন।

ঋষি ! তাহলে আমাব আর্ষমন কখন প্রবন হইত না।

শিষ্যগণ। বোধ হয গোলকধাম বিহারী হরি অযোধ্যা ত্যাগ করিযা বনবাসী ঋষিদিগের তত্ত্ব করিতে আসি-তেছেন। তবে বাকল কেন !

ঋষি। সেটা জিজ্ঞাস্য শিষ্যগণ। তবে আমবা জিজ্ঞাসা করে আসিগে। (প্রস্থান)

ঋষি ! কেন আমাব মন মত্ত হইল, কেন আমি আনন্দে অধর হইতেছি কেন আমি আজ শিথিল গ্রস্থ হইতেছি।

রাম। দয়াময়! বিমাতার বাক্যে পিতা আমার বাকল পরাইয়া বনে দিয়াছেন।

ঋষি। আহা পিতার এই কার্য্যই বটে। বৎস! এস আমার অতিথ্যগ্রহণ কর।

রাম। বৎস লক্ষ্মণ! বনসহচরি সীতে। তপোবনের শোভা দেখ। হিংস্রপশুসকল হিংসভাবত্যাগ করিয়াছে। সিংহশিশু মৃগশিশুর সহিত ক্রীড়া করিতেছে। ঐ দেখ অতিথিপরায়ণ ফলিত তরু সকল কেমন মহৎসঙ্গে নম্রতা শিক্ষা করিয়াছে। অদূরে গঙ্গা যমুনা দুই ভগিনী মিলিত হইয়াছে।

(একপ্রহর রজনী হোমান্তে।)

ঋষি। রাঘব! এস কতকগুলি উপদেশ প্রদান করি—। যখন অরণ্যব্রত অবলম্বন করিয়াছ তখন লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য পরিত্যাগ কর জানিও জীব চিরস্থায়ী নয়—অতএব সকলের ধর্ম্মকে সুহৃৎ করা উচিত। রাম! রাজনন্দন হইয়া জটাবল্কল ধারণ করিয়াছ ইহাতে তোমার তুল্যপাত্র দেখি না।

রাম! যখন তুমি ধর্ম্মের ও সত্যের নিমিত্ত এতশ্রম স্বীকার করিয়াছ তখন কদাপি অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিওনা—দেখ নিত্য যে বেদ সেই বেদানুসারে চল। দুর্বোধেরা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া লোককে তুচ্ছ করে। জানিও সংসারে সকলেই সমান। রাম! তোমার সহবাসে আজ আমি সুখী হইলাম।

রাম। দয়াময়! আপনার সৌজন্য ও দয়াপ্রকাশে

বনক্লেশে পাছে কিছুদুঃখহয় এই জন্য দেবতাদিগকে প্রাথনা করিতেছি।

রাম। ভাই! এই হংসসারসনাদিনী যমুনা আজ এস্থলে নিশাযাপন করিব।

(নিশান্তে) (প্রাতঃ কৃত্যান্তে)

রাম। সীতে! তোমার উষাসখী তোমায সাক্ষাৎ দিতে উদিতহইযাছেন বসন্তে পুষ্প বিকাশ নিবন্ধন কিংশুক বৃক্ষ যেন মাল্যধারণ কবিয়াছে। দাত্যুহ চীৎকার করিতেছে, বনস্পতিরা সূর্য্যদেবের পূজার জন্য বনভাগে পুষ্প ছড়াইযাছেন। আমরা গমন করি। (কিছুকালপরে) এই আমরা চিত্রকুটে উপস্থিত হইলাম।

রাম। লক্ষ্মণ তুমি মৃগবধকরিয়া আন আমি যজ্ঞ করিব। আজ ধ্রুবলগ্ন এবং মুহূর্ত্তও সৌম্য, অতএব আজ পাপ-শান্তি করিব। ততঃ ইন্দ্রায স্বাহা, বায়বে স্বাহা, মিত্রায় স্বাহা, ইত্যাদি যজ্ঞ কার্য্য।

(কিছুদিনপরে)

রাম। ভাই লক্ষ্মণ! পিতাত স্বর্গারোহণ করিযাছেন। আবার কি হয় বলিতে পারি না। হায় এমন সময় রঘুবংশে কেন আসিল, হায় বিধাতঃ তোমার মনে কি এই ছিল। আমি এই কথা যখন মনে করি হারাম, হারাম বলিয়া বলিয়া পিতা আমার সংসার ত্যাগকরিয়াছেন, তখন আব আমার কিছু থাকেনা। হায় বিমাতা কেন চিরকাল বনবাস করে নাই। এমন আশা কেন আছে যে বাটি আবার আসিব। স্নেহময় পিতা যখন

স্থানে একটী মমতাজন্মে। দেখ আমবা এই চিত্রকুটে বহুদিবস বাস কবিয়াছি এইজন্য চিত্রকুট যেন আমাদিগকে মায়া রজ্জু দ্বাবা আকর্ষণ করিতেছে।

রাম। প্রাণদিগের অবস্থাই এই। জীব মায়াময এইজন্য মাযাপাশ কখনই কাটাইতে পাবে না। দেখ অজ্ঞানী লোকেবা এই আমাব গৃহ এই আমাব পুত্র, এই আমার রাজ্য ইত্যাদি পার্থিব অভিমান কবে। কিন্তু তাহারা জানেনা যে তাহাদের কিছুইনয। অন্তিম সময না গৃহ, না পুত্র, না রাজ্য, সঙ্গে যায। জানকি! পক্ষিসকল নিশাতে যেমন বৃক্ষে সমবেত হয তেমনি সবল মনুষ্য এই ভববৃক্ষ আশ্রয কবিযাছে। প্রভাত হইলে কে কোথায থাকিবেক নিবাকবণ নাই। স্বপ্নে যেমন রাজ্য লাভ তেমনি ধনী মানীদিগের দশা অতএব বনবাস ব্রত আশ্রয় করিযা তোমার মাযা ত্যাগ কবা উচিত। যখন অযোধ্যার মাযা ত্যাগ করিযাছ তখন কিছু দনেব বসতি চিত্রকুটের মাযা কেন তোমায ছাড়িতেছে না।

সীতা। বনস্থশোভন বাম। যেবক্তি কিছু দিনেব জন্য আশ্রয় দেয় তিনি অবশ্যই মান্য এস আমরা চিত্রকুটকে প্রণামকরি।

রাম। বনস্থশোভিনি জানকি! তোমার এই বচন পরম্পরাশ্রবণে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি এস সকলে প্রণাম করি।

রামাদি। দেব চিত্রকুট। আমরা তোমাকে প্রণাম করি।

(চিত্রকুটের প্রবেশ)

লোকাভিবাম রাম! চিত্রকুটে আপনার বাস চিরকাল

(রাম লক্ষ্মণ সীতার উপস্থিত)

রামাদি। ভগবন্ আপনাকে প্রনাম করি।

অত্রি। রাম! আমি আর্ষ প্রভাবে জানিয়াছি যে তোমার অঁকারণ বিবাসন হইয়াছে। যাহাহউক তোমায় বিবাসিত করিয়া পিতা আর জীবন ধারণ করিতে পারেননাই বৎসে জানকি! এস অনুসূয়ার সহিত তোমার সাক্ষাৎ করিয়াদি, রামসীতে! এই অনুসূয়াকে সামান্য মনে করিওনা। কোন সময় মহতী অনাবৃষ্টি হওয়ায় পতিপ্রাণা অনুসূয়া তপস্যার বলে ফল মূল সৃজন করিয়া লোক সকলকে জীবন দান করিয়াছিলেন। পতিব্রতা ধর্ম্মে ইহাঁর অত্যন্ত নিষ্ঠা। কোন স্ত্রীলোক অনুসূয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালনে সযত্না হইয়া অকালে পতি শোক প্রাপ্তহয় পতিহীনা ঐ কামিনী অনুসূয়ায় স্মরণ করিলে অনুসূয়া সতীত্ব বলে তাহার পতিকে শমনালয় হইতে আনয়ন করেন। সীতে! তুমি ইহাকে মার ন্যায় জানিও।

রাম। সীতে! মহর্ষির আজ্ঞা গ্রহণ কর। পলিত কেশিনী সতীত্বচারিনী শমদমসাধিনী অত্রিপত্নীর চরণ ধুলা মাথায়লও। জানকী অনুসূয়া দর্শনে আমার যেন শরীর পুলকিত হইতেছে।

সীতা। জগদ্বন্দিনি! চরণ ধুলাদাও।

অনুসূয়া। (বৃদ্ধা বচন নাট্যকরিয়া) জানকি। জন্ম-পতিসুখ ভোগ কর।

সীতা। মা! ঐ বাক্য সত্য হউক।

তুমি আশ্রমে যাও। এই মাল্য এবং অঙ্গরাগ গ্রহণকর।

সীতা। আর্য্যপুত্র! জননী অনুসূয়া কেমন অঙ্গরাগ ও মাল্য আমাকে দিযাছেন দেখ!

রাম। কানন সহচবি! তোমাব আজমন্দ মধুর হাস্য দেখিযা আমার বনবাস ক্লেশ অনেক বিস্মরণ কবি লাম যাহাহউক, তুমি এই মাল্য পরিধানকর অঙ্গ রাগে শরীর রঞ্জিত কর।

(প্রাতঃকাল) (রামাদি)

মহর্ষে! আপনাদিগকে বন্দনা কবি। এক্ষনে বিদায দিন

অত্রি। শ্রীরাম! দবিদ্র মাণিকপাইলে যেমন ত্যাগকরিতে পারেনা তেমনি আমি তোমায বিদায় দিতে পারি-তেছিনা। যখন তোমাব অল্পদিন বনবাসে শবীর কান্তি হীন হইয়াছে কিরূপে তখন তুমি অধিককাল বনে বাস করিবে।—লক্ষ্মণ! জানিও জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃসম, তুমি সততই রামেব সেবা করিও। জানকি। বামকে দেবতা জ্ঞান করিও। সংসাবে কিছুই স্থিব নহে। রাজ্যধন দ্বাবাপুত্র সকলই মায়ার পাত্র। বৎস রাম! তুমি অচি-রাৎ কোশল সিংহাসন প্রাপ্ত হও এই আশীর্ব্বাদকরি দুখ না পাইলে সুখ বোধহয় না। এই ক্লেশ পাইয়া তুমি উত্তব কালে কোশল সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সুনিয়মে রাজ্য শাসন করিতেপাবিবে এইভাবিযা বিধাতা তোমার বনে দিয়াছেন জানিও জগতের এই নিয়ম। সুখের পরিণাম দুখ দুখের পরিণাম সুখ। তোমার পিতার অতুল বিভব অখণ্ড রাজ্য। রাম আমরা তোমায়

মুনিদিগের বল্কল রহিয়াছে কমণ্ডলুও জপমালা লম্বমান রহিয়াছে মূলদেশে আসনবেদি রহিয়াছে ইহাতে বোধ হইতেছে তরুগণ যেন তপস্যারম্ভ করিয়াছে।

বৈখানস, বালখিল্য, সংপ্রক্ষাল, অশ্মকূট, বায়ুভক্ষ, স্থণ্ডিলশায়ী প্রভৃতি ঋষি সকলের প্রবেশ।

ঋষিসকল। হে ভাবসমুদ্র রাঘব! তুমি কি মনেকরিয়া এস্থানে আসিয়াছ, তুমি দশরথনন্দন সাক্ষাৎ হরি, তোমার আগমন শ্রবণ করিযা আমরা ভূগর্ভ হইতে তোমাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে আসিয়াছি হেরাম জগতে তোমাকে যে না আরাধনা করে সে অতিপামর। আমরা বনবাসী সামান্য মানব, তোমার যে পূজাদিতে আমরা পারি এমন সম্ভবেনা, কিন্তু গুণধাম! আপনার অনুপমগুণে আমাদের পূজাগ্রহণ করুন।

হে রাম! তুমি ভক্তবৎসল বলিয়া আমরা তোমাকে এই ফলমূল প্রদান করিতেছি কারণ এমন দ্রব্য কি আছে যাহা তোমার নাই, আর আমাদের এমন কি আছে যে তুমি গ্রহণকর, তবে যে গ্রহণকর সে কেবল ভক্তের মানস সিদ্ধ্যর্থ। রাম! নিজগুণে মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া, দয়াপ্রকাশ করিয়াছ। তোমায় রাজ বসন, তোমায় রাজভূষণ সাজে, আমাদের জটাচীর কখনও শোভানাঙ্গে সাজেনা তবে হেরাম! কি মানস করিয়া জটাচীর ধারণ করিয়া এই মুনিস্থানে আসিয়াছ।

রাম। দয়াময়গণ! আপনাদিগকে নমস্কার করি। অপনারা যে দয়াশীল তাহা সর্ব্বত্র খ্যাত, আপনাদিগের আচরিত

করিয়া আমার জটাবন্ধন করেন, আমি পিতৃসত্য পালন করিতে দয়াময়গণ! বনে আসিয়াছি। এক্ষণে আপনাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আপনারা দয়াবৎসল দুঃখিদিগকে অত্যন্ত কৃপা করেন, এইজন্য দীনরাঘবকে কৃপা করুন। কখনই আমি অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিনাই। বিমাতার কৌশলে নির্ব্বাসিত হইয়াছি। পূর্ব্বপুরুষ অসমঞ্জ অনেক কুকার্য্য করায় সগর তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন, কিন্তু আমি চিরকাল লোকের হিতভিন্ন বিপরীত করিনাই অতএব দয়াময়গণ। আপনারা আর্ষপ্রভাবে জানুন আমি দোষী কি না। নির্দ্দোষী নির্ব্বাসিত রাঘবকে আপনারা শরণ দিন!

ঋষিগণ। কেন রাম! এমন কথা বল্‌লে? তোমার আবার নির্ব্বাসন কি? পিতা কখনই তোমাকে নির্ব্বাসন করেন নাই। নিষ্কারণ সদাশয় প্রবীন নরপতিকে কেন দোষী করিতেছে তিনি তোমায় নির্ব্বাসন কবেন নাই শ্রবণ কর, কেন তিনি তোমায় বনে দিযাছেন। আমরা তোমাব পিতার প্রজা স্বয়ং বিষ্ণু হরিকে তিনি পুত্রপাইয়া সকলকে সুখী করিবেন এইমানস করিয়া তোমার সিংহাসন দিতে মানস করেন। বৎস রাম! তুমি সিংহাসন পাইলে বনবাসীদিগের কি ফল? তাহারাত রঘুসিংহকে বনে দেখিতে পাইল না? তাহারাত রাম সিংহকে বনে রাখিয়া সহবাস সুখ সম্ভাষণ সুখভোগ করিতে পায়িল না এইজন্য পিতা কেবল মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর কাল তোমায় আমা দিগের সহিত বাস

রাম। মুনিঋষিরা যে রাক্ষস বিনাশ করিতে অক্ষম এমন নহে তবে প্রাণিহিংসা করিলে তাহাদিগের সঞ্চিত তপের হানি হয়। পূর্ব্বকালে মহর্ষিরা স্বয়ং অসুরনাশে অনিচ্ছুক হইয়া মহাত্মা পৃথুকে অসুর বিনাশে আজ্ঞা দেন।

(পর্ণশালায় একটী ব্রহ্মচারীর প্রবেশ।)

ব্রহ্মচারী। হে জটামুকুট রাম! আমি বনস্পতি ও পশু-দিগের সন্দেশ লইয়া আসিতেছি।

রাম। ব্রহ্মচারিণ! কি সন্দেশ বল।

ব্রহ্মচারী। দয়াময়! বনস্পতিরা পশুরা আপনার নির্ব্বাসন শুনিয়া দুঃখিতচিত্তে এই বলিয়াছে যে আপনি বনের রাজ্য ভারগ্রহণ করুন। কোশল সিংহাসন যদি না পাইয়াছেন এই বনসিংহাসনে আরোহণ করুন। যদি বল বনে সিংহাসন কোথায়? তাহলে উত্তর এই, কুশুম পাদপ শোভিত অত্যুচ্চ শৈল আপনার সিংহাসন হইবে। যদি বল চামর ব্যজন কে করিবে! তদুত্তর, মহীরুহেরা বনানিল দ্বারা চালিত শাখা চামর ব্যজন করিবে। সিংহ হস্তি প্রভৃতিরা আপনার পরিচারক হইবে। মুনিঋষিরা আপনার সভাসদ হইবে। স্রোতস্বতী সকল আপনার গুণ গানকরিবে। বনপবন আপনার বনশাসন পৃথিবী ময় প্রচার করিবে।

রাম। (বিহস্য) ব্রহ্মযোগিন। বস্তুতঃ আমার তাহাই হইয়াছে কিন্তু জামি চতুর্দ্দশ বৎসরকাল রাজা নাম লইব না তোমারে এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি তোমার স্বরূপ কি?

লক্ষ্মণ। রে দুরাত্মন! আমিবর্ত্তমানে আর্য্য, জানকীকে অপহরণ?——

(মুখ ফুলছে)

রাক্ষস! দুরন্তমন। এই আমি তোদিগে লইয়া যাই।

(সীতাকে ত্যাগ)

সীতা। হা হতাস্মি হা দগ্ধাস্মি রে বিধে! তোরমনে কি এই ছিল। কেন আমার কমলপ্রাণবল্লভকে হরণ করিলি? কেন আমার জীবন গেল না। হায় পৃথিবি এতদিনে তুমি নিরাশ্রয় হইলে শূন্য দেখছি। হায় সত্য আর কে তোমার আশ্রয়করিবে। আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি হায় মা বসুমতি কন্যাকে একটু স্থানদাও (মূর্চ্ছা)

শ্রীরাম। ভাই সীতাত মূর্চ্ছা এখন উপায় কর।

(শরে বিরাধকে কাতর করিয়া আত্মমোচন)।

বিরাধ। পুরুষ সিংহ! আমি আপনাদিগকে চিনিতে পারি নাই। নাম আমার তম্বুরু জাতিতে গন্ধর্ব্ব, আমি রম্ভাতে আশক্ত হইয়া অনুপস্থিত ছিলাম তজ্জন্য কুবের শাপে আমি রাক্ষসদেহ ধারণ করিয়াছি। রাম আজ তোমার হস্তে আমার মোচন হল। মৃত্যুরপব দয়াময়! আমাকে বিবরে নিক্ষেপ কর। কারণ নিশাচরদিগেব বিবর নিধানই চিরব্যবস্থা?

(বিরাধের সৎকার্য্য করিয়া) সীতাকে মূর্চ্ছাভঙ্গ করিয়া

(রামাদি চলিতেছেন)

শরভঙ্গ আশ্রম।

আমি যুগল বেশ নিরীক্ষণ করিয়া চিতা প্রবেশ করি
(রাম সীতাসম্মুখে দণ্ডায়মান) (শরভঙ্গ চিতাপ্রবেশ
করিলেন)

রাম। বৎস লক্ষ্মণ! মহর্ষির কি প্রভাব দেখিলে। এক্ষণে
চল আমরা সুতীক্ষ্ণ মহর্ষির আশ্রমে যাই—

লক্ষ্মণ। আর্য্য, খেখুন দেখুন অদূরে সময় প্রবাহের ন্যায়
নদী সকল বহিযা যাইতেছে।

(পথিমধ্যে একটী মৃগকে লক্ষ্মণ শর লক্ষ্য করছেন। মৃগটী
রামের পায়ে এসে পড়্ছে।)

রাম। বৎস! এমৃগ বিনশ্য নয়।

লক্ষ্মণ। আমি একটী মৃগ শরলক্ষ্য করিলাম অপনি নিযেধ
করছেন কেন?

রাম। বৎস! মৃগ আমার শরণ লইয়াছে। শরণাগতকে
আমি জীবন দি।

(মৃগ মোচন)

রাম। বৎস! এটী কি বৃক্ষ।

লক্ষ্মণ। এটী হিন্তাল নামক বৃক্ষ।

রাম। সীতে! কমল পাত্রে যেমন জলবিন্দু চঞ্চল হয়
তেমনি তোমার চক্ষে কেন জল পড়িতেছে।

সীতা। দয়াময়! পায়ে কুশফুট্তেছে তাতেই কাদিতেছি

রাম। প্রিয়ে! এই লজ্জাবতী লতা দেখ।

(চলন্তি)

(সুতীক্ষ্ণের আশ্রম)

রাম। বৎস লক্ষ্মণ! সুতীক্ষ্ণের আশ্রম কি পবিত্র স্থান

(ঋষি প্রনাম কবিলেন)

রাম। দযাময! একি আপনি আমাকে প্রণাম করিলেন কি? আপনি মুনি, আমি ক্ষত্রিয একি অযুক্তি কার্য্য।

ঋষি। আমি আপনার ঐশিক শক্তিকে প্রণাম কবিলাম।

(ফলমূল আহাবান্তে—)

রাম। প্রকৃতিপুরুষ যেমন নিত্যও ভিন্নভাবে বহিযাছে তেমনি দিবা ও রাত্রি সমভাবে রহিযাছে। দেখ গাঢতমঃ সকল দিকবিদিক ব্যাপ্ত করিল পৃথ্বী ঝিল্লীববামোদিনী নক্ষত্রগণ গগন নণ্ডলে প্রকাশ পাইতেছে মহর্ষে কি চমৎকার। এই দিবাবাত্রি চিবকালই রহিযাছে, এই দিবাবাত্র যাপন কবিযা কতলোক অস্তমিত হইযাছেন। সত্যযুগেব বাজাবাও এই বাত্রিব গমনা গমন দেখিযা-গিযাছেন হায! বিশ্বপতি কি চকৎকার কালেরই সৃষ্টি-করিয়াছেন।

সুতীক্ষ্ণ। এখন রাত্রি অধিক হইযাছে চল বিশ্রাম কবিগে! যে প্রজাপতি সৃষ্টির প্রারম্ভে যজ্ঞে আত্ম বিসর্জ্জন করিরাছেন এস তাহাকে স্মরণকবি (প্রস্থান)

(কিছুকাল বাস কবিযা)

রাম। দয়াময। রাক্ষস বিনাশ, মুনিদিগের চবণ বন্দন কার্য্যে ব্যপৃত থাকিয়া আমবাত দশবৎসরকাল এক্ষণে অতিবাহিত করিলাম অগস্ত্যাশ্রমে গমন করিব।

(পথে যাইতেছেন)

লক্ষ্মণ। মা! বৃক্ষসকল নিষ্পন্দ বাযুভবে মন্দ মন্দ বহিতেছে ইহাতে বোধহয় যেন প্রকৃতি রামের বিষাদে চলচ্ছক্তি-

রাম। (বনদেবতাকে মহিমা দেখাইতে বনের তরু শাখায় ভূমিতে সর্ব্বত্র রাম নাম দৃষ্ট হইক এই আদেশ করিলেন। সর্ব্বত্র রাম নাম দৃষ্ট হইতেলাগিল।)

বনদেবতা। বাছা একি আমি যে আর পা রাখিত যায়গা পাইনা। রক্ষাকর

সীতা। দেবি! তুমি আমারনিকট এস! আমি যে খানে আছি সে স্থলে রাম নাম পতিত নাই। মথায় আমার রাম নাম রহিয়াছে।

বনদেবতা। কন্যে! তুমি আমার যে বিপৎ হইতে রক্ষা করিলে তাহা কখনই বিস্মরণ করিবনা আজ হইতে তুমি আমায় সখী॥

সমাপ্ত।

ভাবিনীর প্রবেশ।

সভাসদ্‌গণ! অগো তুমি কে।

ভাবিনী! ওগো আমার নাম ভাবিনী। আমি ভবিষ্যৎ বলিতে পারি।

পরিশিষ্ট

১। বিচারিন্! এস্থলে কানন কথা শেষ হইল। যদি বল সীতাহরণ ও তৎসংশ্রবী সুগ্রীব মিলনাদি কেন লিখিত হইল না? তাহার উত্তর এই যে তাহা লিখিতে আমি বাধ্য নই। কেননা কাননকথা এই শব্দের অর্থ এই কাননের = বনের = রঘুপতির বনব্রত পালনের নতু বনের = বনঘটনার (সীতা হরণাদি অসম্ভবত্বাৎ কৈকেয্যনুক্তত্বাচ্চ) কথা = বিষয়: অতএব সীতাহরণাদি কি রূপে বর্ণনা করিতে পারি। রামের বনবাসের সার কথা এই যে কৃচ্ছ্র সাধ্য ব্রতপালন ররেন সীতাহরণ সুগ্রীব মিলনাদি প্রভৃতি কার্য্য না হইলে তাঁহার বনবাস ব্রত পালন হইত না এমন নয় অতএব পাঠক! কাননকথা শব্দের শক্তি এতদূর কিরূপে হইতে পারে? যেমন বহ্নিব্যাপ্য ধুম, তেমনি কৃচ্ছ্র সাধ্য ব্রত ব্যাপ্যই কাননকথা। দশবৎরকাল রঘুপতি বনে যে রূপে কালযাপন করেন তাহাই আমি বলিয়াছি অবশিষ্ট চারিবৎসরের মধ্যে সীতাহরণ রাক্ষস সমর প্রভৃতি দ্বারা তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন এস্থলে জানিও যে ফলমূলাহার ক্লেশ অপেক্ষাও ঐ সময় তিনি অনশন নিবন্ধন একশেষ ক্লেশ পাইয়াছিলেন, কাননকথার মধ্যে রঘুপতির সেই দশা যে আমাকে বর্ণনা করিতে হইল না ইহাতে আমি সুখী আছি।

২। গ্রন্থ খানি পাঠ করিতে পাইলে একয়েকটী বিষয়

নির্ব্বাসন শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইতে পাবেন কিন্তু কে রামের সেই দশাপ্রাপণ শ্রবণে দু.খবেগ রোধ করিবেন।—লোকে ধন লোভে সাগর গর্ভে প্রবেশ করিতে পারে কিন্তু সত্যের জন্য প্রাণসংশয় বিজনবনবাস স্বীকার কেকরিতেপারে বলিতে পারি না—বলুকপৃথবী এরূপ ঘটনা তিনি কি কোথাও দেখিয়াছেন ? বলুক কাল এঘটনা কি ঘটিতে পারে ? যদিবল জটাচীর পড়িয়া ফলমূল খাইয়া দক্ষিণবনে ভ্রমণ সকলেই করিতে পারে ইহাতে রামের প্রশংসা কি ? পাঠক ! তাহা বলিতেপারিনা, নির্ব্বাসিত নাম ধারণ বরিয়া ফলাহারে নির্ভবকরিয়া, অসহায় হইয়া কে জীবন ধাবণ করিতে পারে ? কেহই পারেনা কিন্তু দেখ ফলমূলাহাবী রঘুপতি নিজের সদ্‌গুন দর্শন করাইয়া মুনিঋষি দিগের নিকট আশ্রয় লইয়া অসহায় সত্বেও মহাসহায় হইয়া ত্রিলোককণ্টক দশকণ্টপর্য্যন্ত বিনাশ করেন। এটীকি সহজ কথা ?—কখনই না পাটক ! এইজন্য ইতিহাসে মুনিতাঁহার নাম গান করিতেছেন।

৩। দণ্ডকবনস্থ মুনিঋষিরা যে যজ্ঞাদি করিতেন মুান লিখিয়াছেন তাহার অর্থ এই মুনিরা সেই যজ্ঞ পুরুষের মহাযজ্ঞে আত্মবলিদানের ছায়ারক্ষা কবিতেছিলেন এই মাত্র, বাবণের দশটামাথাছিল এইযে প্রবাদ, ইহা অতি অমূলক কারণ বাল্মীকি রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড পাঠকরিলে ইহা নিশ্চই বোধহইবে রাবণ দ্বিভুজবিশিষ্ট একানন পুরুষ ছিলেন। রামের সময় আর্য্যাবর্ত্তে অধিকলোক বসতিছিল দাক্ষিণে তত ছিলনা।—

এই পণ্ডিতেরা রাজাকে রাজরূপী নারায়ণ কহিয়াথাকেন এবং রামও রক্ষণ পালনাদি বৈষ্ণবগুণ বিশিষ্ট ছিলেন এইজন্য পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বিষ্ণু অবতার বলিয়া গিয়াছেন। অথবা ঈশ্বরের আত্মা মনুষ্যের সঙ্গে থাকেন ঈশ্বরের আত্মা রামের সঙ্গে সদাসর্ব্বদা বাস করিতেন রামও ঈশ্বর সাহায্য অদ্ভুত কার্য্যকরিতে পারিতেন এই জন্য পণ্ডিতেরা তাহাকে ব্রহ্মাত্মা অথবা ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৫। কোশল দেশ।—কাশীররউত্তর হইতে বর্ত্তমান অযোধ্যা প্রদেশ সহ সমস্ত ভূভাগ্যকে কোশলবলিত ইহা দুইভাগে বিভক্তছিল উত্তর কোশলর ও দক্ষিণ কোশল দক্ষিণ কোশলের মধ্যে রামের রাজধানী অযোধ্যাছিল শৃঙ্গবেরপুর।—স্যন্দিকা ও গঙ্গারমধ্যে প্রয়াগের পারপর্য্যন্ত শৃঙ্গবেরপুর নিষাদরাজ গুহকেররাজধানী এক্ষণে সংরুর নামে খ্যাত।

৬। নাটকে প্রবেশ প্রস্থান কথা প্রায়ই দৃষ্ট হয়, প্রবেশ প্রস্থান বারম্বার লেখা আমার বিরক্তিকর হওয়ায় আমি অনেক গুলি ত্যজ্য করিয়াছি। বুদ্ধিমান পাঠক গ্রন্থপাঠ করিতে করিতে প্রবেশ প্রস্থানের স্থান অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন।

৭। কথায় কথায উঠিতে পারে ভারতবর্ষে প্রস্তরাদি পূজা হয় কেন? ইহার উত্তর এই যেমন কোন মহাত্মার জন্য প্রস্তরাদি প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বদেশেরক্ষিত হয় এস্থলে ইহাও তাই। ভারত বাসীরা ভারত মহাপুরুষদিগকে স্মরণ করিতে তাহাদিগের প্রতিমূর্ত্তিরক্ষা করিয়া পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করেন। বৈদেশিক নিবাসী

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩—	৭	কিন্তু	প্রত্যুত
৩	১৮	সুতিষ্ণ	সুতিক্ষ্ণ
৩	১৯	অগস্ত	অগস্ত,
৭	২৪	নগর	নগরী
২২	২৪	পৃথিবী	পৃথ্বি
২৮	১৭	বটনির্ম্মাণ	বটনির্ম্মাস
৩০	২৩	কেমন	মনঃকেমন
৩১	১১	দুঃখ	দুঃখমোচন
৫৩	১২	জানি	আমি
৫৬	১৩	মূর্চ্ছা	মূর্চ্ছাগতা
৫৬	২২	সীতাকে	সীতার

পাঠক! আর কতকগুলি মুদ্রণ দোষ আছে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা তাহা ঠিক্ করিয়া লইবেন সমাস বাক্য ব্যাসাকারে মুদ্রিত হইযাছে। অনুগ্রহ করিয়া সেই সেইস্থল সাবধানে দেখিবেন! ' আদি চিহ্ন—অনেক অপব্যয় হইযাছে ও অনেক লুপ্ত হইয়াছে। পাঠক! এই দোষ ও মার্জ্জনা করিবেন।